হার মানা হার

যুথিকা বড়ুয়া

জীবনের সফলতা কে না চায়! যা অর্জন করলে বর্দ্ধিত হয়, মান-মর্যাদা, অর্থ-ঐশ্বর্য্য এবং প্রভাব - প্রতিপত্তি। সেই সঙ্গে সুশীল সমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবেও বিবেচিত হয়। আর তার জন্য আমাদের বিশেষভাবে প্রয়োজন, এ্যডুকেশন্! যার প্রভাবে জীবনকে আলোকিত করে, মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায় এবং মানুষকে সচেতন ও সাবলম্বী করে তোলে। সেই অনুপাতে বর্তমান যুগের নবীন ও প্রবীন মহিলারাও কোনো অংশে কম নয়! যুগের বিবর্তনে বর্তমান সুশীল সমাজে পূর্ণ অধিকারের তালিকাভূক্ত হয়ে এখন মেয়েরাও ঘরে-বাইরে সর্বত্র দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করছে! আনস্মার্ট্ আনএ্যডুকেটেড্ গ্রাম্য মেয়েদের মতো ঘরকুনো হয়ে পড়ে থাকার সেইদিন আর নেই! বিংশ শতাব্দির মধ্যভাগের পর থেকেই রীতিমতো পুরুষদের সঙ্গেও সমান তালে তাল মিলিয়ে একই পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে! বিশেষতঃ যারা সৃজনশীল, সৃষ্টিশীলতার তাগিদে যারা মানবাধিকার থেকে কখনো বঞ্চিত হতে চায়না এবং অন্যের করুণায় কিংবা অন্যের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে আত্মসম্মান বজায় রেখে মুক্ত বিহঙ্গের মতো স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে চায়, এই সুন্দর পৃথিবীতে!

যেমন অম্বিকা, নারী জাতির চিরন্তন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের প্রধান ভূমিকা উপেক্ষা করে চেয়ে ছিল, মা-বাবার স্নেহ-মমতার ছায়াতল থেকে বেরিয়ে এসে নিজস্ব মাটিতে শক্ত পায়ে দাঁড়াতে! চেয়ে ছিল, উচ্চপদস্থ মর্যাদাসম্পন্ন সুপ্রতিষ্ঠায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু ভুলেই গিয়েছিল যে, শুধু বিবেক-বুদ্ধিতেই নয়, মেন্টালি এবং ফিউজিক্যালি পুরুষের তুলনায় নারী সর্বদা দুর্বল! পুরুষদের সাথে পাল্লা দিয়ে চললেও তাদের সমতূল্য কখনোই হওয়া যায় না! বরং স্পর্শকাতর লজ্জাবতী পাতার মতো অকপটে প্রতিটি নারীকেই সামাজিক ও পারিবারিক রীতি-নীতি অনুসারে পবিত্র বিবাহ-বন্ধন সূত্রে আবদ্ধ হয়ে পুরুষ বনাম স্বামীর চরণে নিজেকে শুধু অকুন্ঠিত হৃদয়ে উৎসর্গ করাই নয়, বশ্যতার শিকারও হতে হয়! যদিও তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত! প্রকাশ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না! কিন্তু ঘটনা চন্দ্র-সূর্য্যের মতোই চির সত্য!
অথচ অম্বিকা, কিছুতেই তা মানতে রাজী ছিল না! চটে গিয়ে বলতো, -'কর্তব্যের দোহাই দিয়ে একজন অচেনা অজানা পুরুষমানুষের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া মানেই দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করা! করুণার পাত্রী সেজে অন্যের কাছে আত্মসমর্পন করা! নিজের অক্ষমতাকে প্রকাশ্যে বয়ান করা। নিজেকে ছোট করা! যার ফলসরূপ শুধুমাত্র অগাধ স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিতই নয়, দুঃখের দহনে, করুণ রোদনে নিজেকেও তিলে তিলে ক্ষয় করা! এছাড়াও মতের মিল-অমিল এবং পারস্পরিক সামঞ্জস্যতারও একটা ব্যাপার আছে! প্রকৃতপক্ষে যার ভিত্তিতেই নির্ভরশীল, দু'টি মানব-মানবীর বৈবাহিক জীবনের সুখ-শান্তি-আনন্দ এবং মধুর ভালোবাসা আমরণ টিকে থাকা! নতুবা চাওয়া পাওয়ার হিসেব কষতে কষতেই অনাদরে অবহেলায় ঝড়ে যাবে, এ জীবন! পারবো না, রক্তে-মাংসের মানবীয় শরীর নিয়ে আপন সত্তা হারিয়ে সূঁতোয় বাঁধা কাঠপুতুলের মতো অবলা হয়ে বেঁচে থাকতে! তীর বেঁধা পাখীর মতো নিশানা হয়ে বেঁচে থাকতে!'
অথচ হৃদয়ঘটিত ভালোলাগার আবেশ ও ভালোবাসার ইচ্ছা জাগরণের অনুভূতি যে কত মধুর, কত আনন্দদায়ক, তা একাকী নিঃসঙ্গতায় কখনো উপলব্ধি করা যায়না! তার জন্য বিশেষভাবেই প্রয়োজন একান্ত আপনজনের! যার সংস্পর্শে দু'টি স্বচ্ছ ও সুকোমল হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে জোগায় আত্মবিশ্বাস, অনুপ্রেরণা এবং জীবনের দুর্গম পথকে সুগম করে তোলে! কিন্তু অম্বিকার, কোনো কিছুই স্পর্শ করেনা ওর হৃদয়কে!

চেয়েছিল, অবাহমানকালের মনুষ্যজাতির চিরাচরিত ঐতিহ্য সংসার জীবন থেকে দূরে সড়ে থাকতে! চেয়েছিল, চারদেওয়ালের বদ্ধ জীবন থেকে চিরদিনের মতো মুক্তি পেতে! কিন্তু মুক্তি কি আদৌ পেয়েছিল অম্বিকা?

ছোটবেলা থেকেই অম্বিকা ছিল গম্ভীর প্রকৃতির এবং বিদ্রোহী গোছের! প্রতিটি ব্যাপারেই ওর আপত্তি, অভিযোগ, বিরোধীতা! খুঁটিনাটি বিষয়ে খুব চটে যেতো! একেবারে মিলিটারীদের মতো মেজাজ ছিল ওর! নাকের ডগা দিয়ে একটা মাছি পর্যন্ত উড়ে যেতে পারতো না! কিন্তু কর্মরত মা -বাবার শত ব্যস্ততার মধ্যেও তাদের শিক্ষায়-দীক্ষায় বেড়ে ওঠা অম্বিকার মূল উদ্দেশ্য ও আর্দশ ছিল, জীবনে বড় হওয়া! সৎ হওয়া এবং মহৎ হওয়া! মা-বাবার স্বপ্নকে সার্থক করে তোলা। আর সেই স্বপ্নই ছিল অম্বিকার একমাত্র কাঙ্খিত বাসনা! যা বাস্তবায়ণ করতে গিয়ে উচ্চশিক্ষার্থে পদার্পণ করেছিল দিল্লীর নেহেরু ইউনিভার্সিটিতে! সেখানেই লেডিস হোষ্টেলে থেকে পড়াশোনা করতো। তারুণ্যকে জলাঞ্জলী দিয়ে ভবিষ্যৎ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে দিবানিশি নিমগ্ন হয়ে নিরলস ডুবে থাকতো, বিদ্যার অথৈ সাগরে! হাসি-মশকরা, আনন্দ-কোলাহল কোনদিকেই ওর আসক্তি ছিল না! অথচ তখন সুকোমল যৌবনের প্রথম প্রহর ওর! পরিপূর্ণতায় একেবারে টগবগ করতো! ভেবে কূল পেতো না ওর সহপাঠীরা, জীবনে কোনো স্পৃহাই কি ওর নেই!

কিন্তু আবেগ-অনুভূতিহীন নিস্প্রেম অম্বিকার, ক্ষণে ক্ষণে চমকিত বিজলীর ঝিলিক আর গর্জে ওঠা হৃদয়াকাশেও যে একদিন ভালোবাসার গ্রহণ লাগবে,তা স্বপ্নেও ভাবেনি কোনদিন!
আসলে, মানুষের মন বড়ই বিচিত্র! শত চেষ্টা করলেও কিছুতেই পোষ মানানো যায়না! সুযোগ পেলে সে উড়ে পালাবেই! আর তখনই পুলক জাগা শিহরণে মন-প্রাণ দোলা দিয়ে ওঠে। জাগ্রত হয় এক অভিনব অনুভূতি! যার নাম ভালোবাসা।
অবলীলায় সংকল্পচ্যুত অম্বিকা, নিজের ইগোর কাছে পরাস্ত হয়ে একদিন অত্যাশ্চর্য্যজনকভাবেই প্রথম প্রেমের পত্তন ঘটল ওর জীবনে! যা ঘূণাক্ষরেও টের পেলনা কেউ! কিন্তু তাই বলে সূর্য্য কি পূর্বদিকে অস্ত যেতো! না কি বসন্তে ফুল ফুটতো না! প্রকৃতির কোনো নিয়মই তো বদলায় নি!
তবে কেন মনের আঙ্গিনার এরূপ পরিবর্তন! এমন চঞ্চলতা, অস্থিরতা! কোনো উত্তরই খুঁজে পেতো না অম্বিকা। ক্রমশ হোষ্টেলের বদ্ধঘরে দম বন্ধ হয়ে আসতো ওর!
একদিন শারীরিক ও মানসিক অবসাদ ঝেড়ে ফেলে বেরিয়ে আসে, উন্মুক্ত নীল সামিয়ানার নিচে সুগন্ধ্যেভরা লাল-নীল রং-বেরং-এর পুস্প বাগিচায়। বসে থাকতো চুপটি করে। আর সারাশরীর জুড়ে সঞ্চালণ হতো এক অনবদ্য ভালোলাগার তীব্র অনুভূতি! যার বিশ্লেষণমূলক কোন ব্যাখ্যাই জানা ছিলনা অম্বিকার! শুধু স্বহৃদয়ে অনুভব করেছিল, এর নামই বুঝি ভালোবাসা! ভালোবাসায় এতো সুখ! এতো আনন্দ!
অম্বিকা খুঁজে পেলো, জীবনের প্রকৃত অর্থ! ভালোবাসার সারমর্ম! যখন মরিয়া হয়ে ওদের ইউনি ভার্সিটির সুদর্শণ গৌরবর্ণের বুদ্ধিদ্বীপ্ত ঝলমলে তরুণ লেক্‌চারার এবং একজন আভিজাত্যসম্পন্ন মার্জিত পুরুষ দিব্যেন্দুর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল! যে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কূলশীল ব্যক্তি! অথচ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার দায়িত্ব পালনের দৃঢ় অঙ্গীকারে মা-বাবা, ভাই-বোনের সান্নিধ্য ছেড়ে একাকী নিঃসঙ্গতায় অদূরে পড়ে থাকার বুকভাঙ্গা কষ্টগুলিকে লুকিয়ে রাখতো, একান্তে তন্ময় হয়ে ডুবে যাওয়া নীরব ভালোলাগা এবং ভালোবাসার গহীন আনন্দানুভূতিতে! যা অন্তরের অন্তঃপুরে অতি সংগোপনে পুষে রেখেছিল, বাস্তবায়ণ করা কঠিন ভেবে! তবু পারেনি, ভালোবাসার দূত হয়ে প্রেমের সংকেত প্রেরণ করতে! প্রণয় সাগরে নির্দ্বিধায় ডুব দিতে!

পারেনি, নির্লজ্জ বেহায়ার মতো ধর্ণা দিয়ে দিব্যেন্দুর মনের ঠিকানা খুঁজে বের করতে! কিন্তু ওর ভালোবাসা! সে তো অবুঝ! কাউকে গ্রাহ্য করেনা! কোনো বাঁধাই সে মানে না! তা'হলে!
একরাশ মনোবেদনা নিয়ে বিদ্যার অথৈ সাগরে সাঁতার দিতে দিতে অবশেষে একদিন পৌঁছে যায় বিলেতে! যেদিন বিত্তি নিয়ে পি.এইচ.ডি করার উদ্দেশ্যে বিদেশযাত্রার শুভক্ষণে অপ্রত্যাশিত একগোছা রজনীগন্ধা হাতে নিয়ে আত্মগর্বে গৌরবান্বিত দিব্যেন্দু অভিবাদন জানাতে এসেছিল বিমানবন্দরে! যেদিন মনকে প্রচন্ডভাবে আন্দোলিত করে ছিল অম্বিকার! তবুও পারেনি মুখ ফুটে একটা শব্দ উচ্চারণ করতে! দিব্যেন্দুর মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চোখ তুলে তাকাতে! অথচ ওর আগমন, উপস্থিতি এবং আন্তরিকতার অভিব্যক্তিটুকুই ওকে বুঁদ করে রেখেছিল! অনুভব করে ছিল, এক অবিচ্ছেদ্য গভীর টান! কখনো ছিন্ন হবার নয়! কিন্তু কিইবা মূল্য আছে তার! ও' হয় কে দিব্যেন্দুর? কোনো সম্পর্কই তো নেই ওর সঙ্গে! সাইন্সের প্রফেসার ও! সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের মানুষ! ইঁদুর আরশোলা আর ব্যাঙ নিয়ে সারাক্ষণ রিসার্চ করে! গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও ওর কানে গিয়ে পৌঁছাবে না! আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশপাড়ের দূর নীলিমায় অদৃশ্য হয়ে যাবে অম্বিকা! হয়তো কোনদিন আর দেখা হবেনা! জীবনে চলার পথে ক্ষণিকের একখন্ড সঞ্চিত ভালোলাগা আর ভালোবাসার অম্লান স্মৃতিটুকুই শুধু রয়ে যাবে! এও কি কম অম্বিকার জন্যে!
মাত্র কয়েক ফুট দূরত্বের ব্যবধানে প্রসন্ন মেজাজে দাঁড়িয়ে ছিল দিব্যেন্দু। কর্তব্যের সৌজন্যে অম্বিকার গভীর সংবেদনশীল দৃষ্টির দিকে পলকমাত্র দৃষ্টিপাত করে অমায়িক হাসি ফুটিয়ে অস্ফুট স্বরে শুধু বলেছিল, -
'আমরা আশাবাদী অম্বিকা, উত্তীর্ণ হবেই! ভালো থেকো!'
আর সেদিন থেকেই অম্বিকার পরিবর্তন ছিল অত্যন্ত লক্ষ্যনীয়! লেখাপড়ার অবসরে গভীর তন্ময় হয়ে ডুবে থাকতো স্বপ্নলোকে। হারিয়ে যেতো নতুন এক পৃথিবীতে! দিব্যেন্দুকে একান্ত করে কখনো কাছে না পেলেও ওর অনিন্দ্য সুন্দর অস্ফূট হাসির স্মৃতিটুকুই শুধু জড়িয়ে রাখে এক অদৃশ্য অনুভূতিতে! ওর স্মৃতির গ্রন্থিতে! তাই আজও একাকী নীরবিচ্ছিন্ন রেশমী জোছনা রাতে বসন্তের স্নিগ্ধ বাতাসের সুগন্ধ্যে নিমজ্জিত অম্বিকা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে অনুভব করে, কার যেন মৃদুস্পর্শে হস্ত সঞ্চালন হচ্ছে ওর শরীরে। ফিস্‌ফিস্‌ করে কি যেন বলছে! অম্বিকা দু'চোখ বন্ধ করে উন্মুক্ত অন্তর মেলে অনুভব করে, সেই ক্ষণিক ভালোলাগার মধুর আবেশ। ছুঁয়ে যায় ওর হৃদয়কে। শিহরিত হয় সারাশরীর। রুদ্ধ হয়ে আসে ওর কণ্ঠস্বর! এমনি করেই নীরবে পোহায়ে যায় কত প্রহর! গভীর নিশুথিরাত! জোনাকিরা উড়ছে! ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে। ঘুমন্ত শহরের চারদিক নীরব, নিস্তদ্ধ! আর মন আকুল করা শূন্য নিবিড় নিঃভৃতে সেই রেশমী জোছনায় সারারাত গভীর নিমগ্ন হয়ে ডুবে থাকে, মনগড়া স্বপ্নের সেই রাজ্যে, যেখানে লজ্জাবতী কনের মতো একহাত ঘোমটার আড়ালে চমকিত অম্বিকার শরমে নূয়ে পড়ে রক্তেরাঙা মুখমন্ডল, দিব্যেন্দুর প্রেমআহ্বানে।

সমাপ্ত

যুথিকা বড়ুয়া: কানাডার টরন্টো প্রবাসী লেখক ও সঙ্গীত শিল্পী।
guddi_2003@hotmail.com